পাক্ষিক

আহমদী

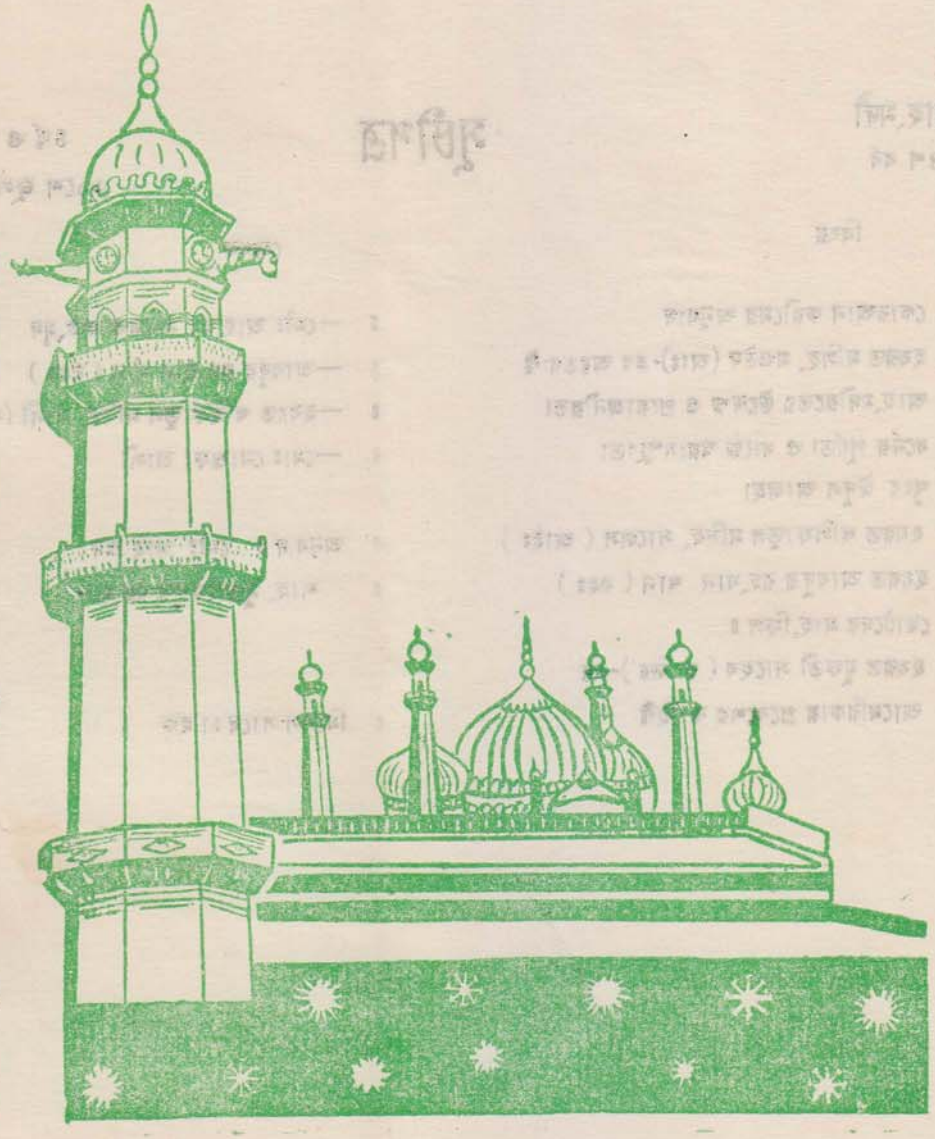

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৯ : ৩১শে জুলাই, ১৯৭২ ইং : ৩১শে ওফা, ১৩৫১ হিজরী :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ--ভারত--৬ টাকা : অন্যান্য দেশ- ১৪ শিলিং

আহ্‌মদী
২৪শ বর্ষ

সূচীপত্র

৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা
৩১শে জুলাই, ১৯৭২ ইং

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৮৫
হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	—আবদুর রহ্‌মান খাঁন (রহঃ)	২৮৭
আহ্‌মদীয়তের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা	—হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সানী (রাজিঃ)	২৮৯
ধর্মের পূর্ণতা ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা	—মোঃ মোস্তফা আলী	৩০০
খুৎব ঈদুল আজহা হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ)	অনুবাদঃ মোঃ মোহাম্মদ	৩০২
হযরত আবদুর রহ্‌মান খান (রহঃ)	- শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহ্‌মান	৩০৫
ছোটদের মাহ্‌ফিল ঃ হযরত মুফতী সাহেব (রাজিঃ)-এর আমেরিকায় প্রবেশের কাহিনী	মিসেস সাদেকা হক	৩০৮

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্যায় : ২৫শ বর্ষ : ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা :

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৯ : ৩১শে জুলাই, ১৯৭২ ইং : ৩১শে ওফা, ১৩৫১ হিজরী শামসী :

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ

॥ সুরা কাহ্‌ফ ॥

২য় রুকু

১৪। (এখন) আমরা তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তোমার নিকট বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করিতেছি। তাহারা কয়েকজন যুবক ছিল, যাহারা তাহাদের প্রভুর (রবের) উপরে (সত্যকার ভাবে) ঈমান আনিয়া ছিল। এবং তাহাদিগকে আমরা হেদায়েতে উন্নতি দান করিয়াছিলাম।

১৫। এবং যখন তাহারা (তাহাদের দেশ ত্যাগের উদ্দেশ্যে) দণ্ডায়মান হইল তখন আমরা তাহাদের

দৃঢ়-চিত্ত করিয়া দিলাম—তখন তাহারা (একে অন্যকে) বলিতে লাগিল যে, আমাদের রব তিনিই, যিনি আসমান ও জমীনেরও রব। আমরা তাহাকে ব্যতীত অন্য কোন উপাস্যকে কখনও আহ্বান করিব না। অন্যথায় আমরা সত্য হইতে বহু দূরবর্তী একটি কথা উচ্চারণ-কারী হইব।

১৬॥ ইহারা (তথা আমাদের জাতি) এই সত্যকার উপাস্যকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা উহাদের যথার্থের কোন উজ্জ্বল প্রমাণ কেন উপস্থিত করেনা? তবুও (তাহারা কেন বুঝেনা যে,) আল্লাহর উপরে যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে তাহার চাইতে অধিকতর অত্যাচারী আর কে হইতে পারে?

১৭॥ এবং যখন তোমরা তাহাদের নিকট হইতে এবং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে তাহারা যাহারই উপাসানা করিয়া থাকে তাহার নিকট হইতেও পৃথক হইয়াছ, তখন তোমরা এই প্রশস্ত পর্বত গুহায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ কর। তাহা হইলে তোমাদের রব তাঁহার রহমতের কোন পথ খুলিয়া দিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের এই ব্যাপারে কোন সুবিধাজনক উপকরণ সরবরাহ করিবেন।

১৮॥ এবং (হে কোরআনের পাঠক!) তুমি সূর্যকে দেখিবে, যখন উহা উদিত হয়, তখন উহা তাহাদের পার্বত্য আশ্রয়স্থলের দক্ষিণে সরিয়া অতিক্রম করে। এবং যখন উহা অস্তমিত হয়, তখন উহা তাহাদের বাঁ দিক দিয়া অতিক্রম করে। এবং তাহারা সেই গুহার ভিতরে একটি প্রশস্ত জায়গায় থাকিত। ইহা আল্লাহ্‌র (সাহায্যের) নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি (নিদর্শন)। যাহাকে আল্লাহ (হেদায়তের) পথ দেখান সেই হেদায়তে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং যাহাকে তিনি পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন, তাহার জন্য তুমি (কখনও) কোন বন্ধু ও পথ প্রদর্শনকারী পাইবে না।

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

"হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! তোমরা আশ্চর্যান্বিত হইও না যে, খোদাতা'লা এহেন প্রয়োজনের সময় এবং এই গভীর অন্ধকারের যুগে এক স্বর্গীয় জ্যোতি অবতীর্ণ করিয়াছেন, এবং সর্বসাধারণের হিতার্থে, বিশেষতঃ ইসলামের বাণীকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য এবং হযরত 'খায়রুল আনামের' [অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর—অনুবাদক] নূর প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এবং মুসলমানদের সাহায্যকল্পে ও তাহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশুদ্ধ করিবার মানসে, তিনি ত'াহার এক বান্দাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন; বরং আশ্চর্যের বিষয় ইহাই হইত যে, সেই খোদা, যিনি ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী, যিনি সর্বদা কোরআনের শিক্ষাকে সংরক্ষণ করিবেন এবং ইহাকে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ও জ্যোতিবিহীন হইতে দিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তিনি এই অন্ধকার দর্শন করিয়া এবং ভিতর ও বাহিরের আপদ সমূহ নিরীক্ষণ করিয়াও চুপ থাকিতেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি স্মরণ না করিতেন, যাহা তিনি ত'াহার বাণীতে জোরদার ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, যদি এই পবিত্র রসুলের সেই পরিষ্কার ও অতি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থাকিত যাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে খোদাতা'লা এরূপ এক বান্দাকে সৃষ্টি করিবেন, যিনি ত'াহার ধর্মকে নব জীবন দান করিবেন" তবেই বিস্ময়ের বিষয় হইত। অতএব ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে, বরং হাজার 'শুক্র' বা খোদাতা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ প্রকাশের স্থল এবং ঈমান ও একীন বৃদ্ধি করিবার সুযোগ যে খোদাতা'লা বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া করিয়া আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং স্বীয় রসুলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতে এক মিনিটও বিলম্ব ঘটিতে দেন নাই। কেবল যে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন তাহা নহে, বরং তিনি সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক ব্যাপারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তোমরা যদি ঈমানদার হইয়া থাক, তবে শুক্র কর এবং কৃতজ্ঞতাভরে সেজ্‌দা কর যে, যে যুগের প্রতীক্ষা করিতে করিতে তোমাদের মাননীয় পিতৃপুরুষগণ পরলোক গমন করিয়াছেন এবং অগণিত ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি, যে যুগের জন্য আগ্রহ পোষণ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছেন, সেই যুগ তোমরা লাভ করিয়াছ। এখন ইহার যথোচিত সমাদর করা বা না করা, এবং ইহা হইতে উপকার গ্রহণ করা বা না করা, তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। একথা আমি পুনঃ পুনঃ বর্ণনা করিব এবং ইহার ঘোষণা হইতে আমি কখনো বিরত হইতে পারি না যে, আমি সেই ব্যক্তি যাহাকে যথাসময়ে জগৎ-সংস্কারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে, যেন ধর্মকে পুনরায় নূতন করিয়া মানব-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে।".....

দুনিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা আমি দুনিয়া হইতে নহি। কিন্তু যাহাকে আধ্যাত্মিক জগতের অংশ প্রদান করা হইয়াছে, তিনি আমাকে গ্রহণ করেন এবং করিবেন। আমাকে যে ত্যাগ করে, সে তাঁহাকে ত্যাগ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং যিনি আমার সহিত সংযোগ সাধন করেন, তিনি তাঁহার সহিত সংযোগ সাধন করেন, যাঁহার নিকট হইতে আমি আসিয়াছি। আমার হাতে এক প্রদীপ আছে। যে-ব্যক্তি আমার নিকট আসিবে সে অবশ্যই সেই আলো হইতে অংশ লাভ করিবে। কিন্তু যে-ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণা বশতঃ দূরে সরিয়া পড়িবে, সে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইবে।

এই যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ আমি। যে-ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করিবে সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু হইতে নিজ প্রাণ বাঁচাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর হইতে দূরে থাকিবে, চতুর্দিক হইতে মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিবে এবং শবও শান্তিতে থাকিবে না। আমাতে কে প্রবেশ করে? সেই ব্যক্তি যিনি পাপ বর্জন করেন এবং পুণ্য অবলম্বন করেন এবং কুটিলতা পরিহার করিয়া সাধুতার দিকে অগ্রসর হন এবং শয়তানের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া খোদাতা'লার এক অনুগত দাসে পরিণত হন। যিনি এরূপ করিবেন, তিনি আমাতে আছেন এবং আমিও তাহাতে আছি। কিন্তু এরূপ করিতে কেবল সেই ব্যক্তি সক্ষম, যাঁহাকে খোদাতা'লা পবিত্রাত্মার ছায়াতলে আশ্রয় দেন। তখন খোদাতা'লা সেই ব্যক্তির কুপ্রবৃত্তিরূপ নরকের মধ্যে নিজ পদ স্থাপন করেন। তখন উহা এরূপ ঠাণ্ডা হইয়া যায় যে, বোধ হয় যেন উহাতে কখনো আগুন ছিল না। তখন সেই ব্যক্তি উন্নতির পর উন্নতি করিতে থাকেন; এমন কি, খোদাতা'লার রুহ তাঁহার মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করে এবং এক বিশেষ জ্যোতির্বিকাশ সহকারে তাঁহার হৃদয়ে রাব্বুল আলামীনের অধিষ্ঠান হয়। তখন তাঁহার পুরাতন মানব সুলভ অবস্থা জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং এক নূতন ও পবিত্র মনুষ্যত্ব তাঁহাকে প্রদান করা হয় এবং খোদাতা'লাও এক নূতন খোদা হইয়া তাঁহার সহিত নূতন এবং এক বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং স্বর্গীয় জীবনের সমস্ত পবিত্র উপকরণ এই জগতেই তাঁহার লাভ হয়।"

[ফাতেহ্‌ ইসলাম ১৮৯০ ইং সনে প্রণীত]

অনুবাদঃ জনাব আবদুর রহমান খাঁ (রহঃ)
প্রাক্তন আহ্‌মদীয়া মিশনারী ইন্‌চার্জ,
আমেরিকা

★

আহ্‌মদীয়তের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

হযরত মির্যা বশীরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ
খলীফাতুল মসীহ্‌ ছানি (রাজিঃ)

ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার চিরাচরিত নিয়ম যে, যখনই পৃথিবীতে অন্যায় বৃদ্ধি পায়, তখনই আধ্যাত্মিকতা পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়া যায়। মানুষ অধর্মকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করে। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের হেদায়েত ও সৎপথ প্রদর্শনের জন্য কোন মনোনীত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া থাকেন, যিনি পথভ্রান্ত মানুষকে সৎপথে ফিরাইয়া আনেন এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত ধর্মকে পুনঃ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোন কোন সময় এই প্রেরিত মহাপুরুষগণ ধর্ম বিধান আনয়ন করেন, আবার কোন সময় পূর্ববর্তী শরিয়তকে পুনঃস্থাপন করেন। পবিত্র কোরআন আল্লাহতায়ালার এই সনাতন নিয়মের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ মানবজাতিকে আল্লাহ্‌-তায়ালার অনুগ্রহ ও অনুকম্পার নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং মানুষ তাহার তুলনায় কীটানুকীট হইতেও অধম। ইহাও সত্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রত্যেকটি কাজই প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং তিনি কোন কাজ বিনা কারণে এবং উপকারবিহীন করেন না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়েছেন ঃ

و ما خلقنا السموٰت و الارض و ما بينهما
لا عبين ○ (سورة دخان)

অর্থাৎ—"আমরা এই পৃথিবী এবং আকাশ সমূহ অহেতুক সৃষ্টি করি নাই, বরং ইহার সৃষ্টিতে কোন উদ্দেশ্য আছে এবং সেই উদ্দেশ্য হইতেছে যে, মানব আল্লাহ্‌তায়ালার মহিমার বিকাশ করিবে এবং তাঁহার প্রকাশক হইয়া পৃথিবীর যে সমস্ত লোক উচ্চস্তরের চিন্তা করিতে পারে না, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার পরিচয় দান করিবে।"

সৃষ্টি আদি হইতে আল্লাহতায়ালার এই বিধান চলিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন সময়ে আল্লাহতায়ালা তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধি দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন। কোন সময় আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁহার মহিমার বিকাশ হইয়াছে, কখনো নূহ (আঃ)-এর মারফৎ, কখনো ইব্রাহিমী কায়াতে, আবার কোন সময় উহা মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়াছে। কখনো দাউদ (আঃ) খোদাতায়ালার জ্যোতি পৃথিবীকে দেখাইয়াছেন এবং কখনো মসিহ (আঃ) খোদার আলো নিজ দেহে বিকাশ করিয়াছেন। হযরত মোহাম্মদ রসুল (সাঃ) সর্বশেষে এবং পূর্ণাকারে আল্লাহতায়ালার সমস্ত গুণরাজি একত্রিত ও বিস্তারিত ভাবে এবং একক ও সমষ্টিগতরূপে বিশ্বে এমন প্রতাপ ও প্রতিপত্তির সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্তী সকল নবী তাঁহার সূর্যবৎ অস্তিত্বের সম্মুখে নক্ষত্রের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। রসুল করীম

(সাঃ)-এর আগমনে সকল শরিয়তের সমাপ্তি ঘটিয়াছে এবং সর্বপ্রকার শরিয়ত আনয়নকারী নবীদের আগমনের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা কোন পক্ষপাতিত্ব বা কাহারও মনস্তুষ্টির জন্য নহে বরং এই জন্য যে আঁ-হযরত (সাঃ) এমন এক শরিয়ত আনিয়াছেন, যাহা শরিয়তের সকল অভাব ও আবশ্যকতাকে পূর্ণ করিয়াছে। খোদাতায়ালা হইতে যাহা কিছু আসিবার ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মানুষের জন্য এমন কোন নিশ্চয়তা দান করা হয় নাই যে, তাহারা পথ ভ্রষ্ট হইবে না এবং এই সত্য শিক্ষাকে ভুলিয়া যাইবে না। বরং পবিত্র কোরানে আল্লাহতায়ালা স্পষ্টরূপে বলিতেছেন :—

يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون ۝ (سجدة)

অর্থাৎ—"আল্লাহতায়ালা তাঁহার এই সর্বশেষ কালাম এবং নিজ সর্বশেষ শরিয়তকে আকাশ হইতে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন এবং মানুষের বিরোধিতা ইহার পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না; কিন্তু পুনঃ কিছু কাল পরে এই কালাম আকাশে উঠিতে থাকিবে এবং এক হাজার বৎসরে ইহা পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইবে।"

আঁ-হযরত (সাঃ) ধর্মের প্রতিষ্ঠার সময়কে তিন শত বৎসর বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। উপরের হাদিসে ইহার বর্ণনা করা হইয়াছে। পবিত্র কোরআনও المر দ্বারা এই যুগকে দুই শত একাত্তর (২৭১) বৎসর বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং ইহার সহিত ধর্মের আকাশে উত্থানের ১০০০ বৎসর সময় যোগ করিলে ১২৭১ হয়। অতএব দুনিয়া হইতে ইসলামের অন্তর্ধানের সময় কোরআন দৃষ্টে ১২৭১ বৎসর হয়। এই হিসাবে নির্দিষ্ট সময় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পড়ে। পবিত্র কোরআনের নিয়মানুযায়ী ঠিক এমনি সন্ধিক্ষণে খোদার তরফ হইতে নিশ্চয় কোন হাদি বা পথপ্রদর্শক আসিয়া থাকেন, যেন পৃথিবী চিরকালের জন্য শয়তানের দখলে চলিয়া না যায়, বরং খোদাতায়ালার রাজত্ব চিরকালের জন্য পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া না যায়। সুতরাং এই সময়ে খোদাতায়ালার তরফ হইতে পৃথিবীতে কোন প্রেরিত পুরুষের আগমনের প্রয়োজন ছিল এবং তিনি, যিনিই হউন, হউন, কিন্তু একজন আসার প্রয়োজন ছিল। ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে যে, আদম (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে যখন গ্লানি দেখা দিল, তখন খোদাতায়ালা তাহাদের তত্ত্ব লইলেন। নুহ (আঃ)-এর অনুগামীদের মধ্যে যখন গ্লানি দেখা দিল, খোদাতায়ালা তাঁহাদের তত্ত্ব লইলেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে যখন গ্লানি দেখা দিল, তখন খোদাতায়ালা তাহাদের তত্ত্ব লইলেন। যখন হযরত মুসা (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে গ্লানি দেখা দিল, তখন খোদাতায়ালা তাহাদের তত্ত্ব লইলেন। যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে গ্লানি দেখা দিল, তখন খোদাতায়ালা তাহাদের তত্ত্ব লইলেন। কিন্তু নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে গ্লানি দেখা দিলে কি তিনি তাহাদের তত্ত্ব লইবেন না? আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রাকারের গ্লানিও দূর করিবার জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় একজন করিয়া মোজাদ্দেদ আগমন করিবেন।

সুতরাং কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি কিরূপে ইহা মানিতে পারেন যে, ক্ষুদ্রাকারের গ্লানি দূর করিবার জন্য আল্লাহর তরফ হইতে মোজাদ্দেদ আগমন করিবেন, যেমন রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :

ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها -

(ابو داؤد جلد ۲ صفحه ۲۴۱)

কিন্তু তাহাদের ভীষণ বিপদের সময় কোন মনোনীত ব্যক্তি আসিবেন না, কোন হাদি আসিবেন না এবং কোন পথপ্রদর্শক আসিবেন না? মুসলমানদিগকে সত্য ধর্মে একত্রিত করিবার জন্য খোদাতায়ালার তরফ হইতে কোন আহ্বান আসিবে না, তাহাদিগকে পাপের অন্ধকার আবর্ত হইতে তুলিবার জন্য আকাশ হইতে কোন রজ্জু নামাইয়া দেওয়া হইবে না? অথচ আঁ-হযরত (সাঃ) এই বিপদ সম্পর্কে বলিয়াছেন, "যখন হইতে পৃথিবীতে নবীগণের সমাগম আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতে তাঁহারা সকলেই এই বিপদ সম্বন্ধে সতর্কবাণী দিয়া আসিতেছেন।" যে খোদা সৃষ্টির আদি হইতে দয়া ও অনুকম্পার নমুনা দেখাইয়া আসিতেছেন, নবী করিম (সাঃ)-এর আবির্ভাবে কি তাঁহার সেই দয়া ও অনুকম্পা সমুদ্রাকারে উদ্বেলিত হইয়াছে, না উহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে?

খোদাতায়ালা কখনো যদি রহীম ছিলেন, তাহা হইলে মোহাম্মাদী উম্মতের জন্য তাঁহার আরও অধিক রহীম হওয়া উচিৎ। যদি কোন সময় তিনি করীম ছিলেন, তবে এখন তাঁহার আরও অধিক করীম হওয়া উচিৎ এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এই রূপই। পবিত্র কোরআন এবং হাদিস সাক্ষ্য দিতেছে যে, উম্মতে মোহাম্মাদীর মধ্যে যখন গ্লানি আসিবে, খোদাতায়ালা নিজের তরফ হইতে হাদি এবং পথপ্রদর্শক পাঠাইতে থাকিবেন, বিশেষ করিয়া শেষ যুগে যখন দাজ্জালের ফিতনার প্রাদুর্ভাব ঘটিবে, খ্রীষ্টধর্ম প্রবল, ইসলাম বাহ্যতঃ পরাভূত হইবে এবং মুসলমানগণ ধর্ম ছাড়িয়া দিবে এবং অন্যান্য জাতির চাল-চলন গ্রহণ করিবে, তখন রসুল করীম (সাঃ)-এর একজন মযহর (পূর্ণ প্রকাশক) আবির্ভূত হইবেন এবং তিনি ঐ যুগের সংস্কার করিবেন। এ সম্বন্ধে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন:

لا يبقى من الاسلام الا اسمه و لا يبقى من القرآن الا رسمه -

(مشكوة كتاب العلم)

অর্থাৎ—"ইসলামের শুধ নাম অবশিষ্ট থাকিবে এবং কোরআনের শুধ লেখা থাকিয়া যাইবে। ইসলামের সার বস্তুর কোথাও খোঁজ পাওয়া যাইবে না এবং কোরআনের অর্থ কাহারও মর্মস্পর্শ করিবে না।"

অতএব হে প্রিয় বন্ধুগণ! আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠা সেই চিরন্তন নিয়ম নুযী হইয়াছে। এই সময়ের সম্বন্ধে হযরত নবী করীম (সাঃ) এবং পূর্ববর্তী নবীগণ যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই ঘটিয়াছে।

যদি মির্যা সাহেবের মনোনয়ন ঠিক না হইয়া থাকে, তবে সে অভিযোগ খোদাতায়ালার বিরুদ্ধে, মির্যা সাহেবের ইহাতে কি অপরাধ? সব অজানা যদি খোদাতায়ালার জানা থাকে, কোন রহস্যই যদি তাঁহার নিকট গোপন না থাকে এবং যদি তিনি প্রজ্ঞাময় হইয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর মনোনয়ন নির্ভুল হইয়াছে এবং তাঁহাকে গ্রহণ করাতেই মুসলমান তথা বিশ্বের মঙ্গল। তিনি নূতন কোন বাণী আনয়ন করেন নাই, পরন্তু তিনি সেই বাণী আনিয়াছেন, যাহা হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) দুনিয়াবাসীকে শুনাইয়াছিলেন, কিন্তু দুনিয়াবাসী তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা সেই বাণী যাহা পবিত্র কোরআন উপস্থাপিত করিয়াছিল; কিন্তু মানব সাধারণ তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। উহা সেই চিরন্তন বাণী যে, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এক এবং অদ্বিতীয় খোদাতায়ালা এবং প্রেম ভালবাসার জন্য তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি নিজ গুণাবলী তাহার মাধ্যমে

প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেমন আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন ঃ—

و اذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة ० (سورة بقرة)

অতএব আদম (আঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণ খোদাতায়ালার খলিফা বা প্রতিনিধি। খোদাতায়ালার গুণরাজিকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং মানব জাতির কর্তব্য হইতেছে নিজ জীবনকে খোদাতায়ালার গুণে গুণান্বিত করিয়া তোলা। একজন প্রতিনিধি যেমন প্রতি কাজে নিজ মক্কেলের প্রতি মনোযোগী হয়, একজন দাস যেমন প্রতি পদক্ষেপে প্রভুর দিকে তাকাইয়া থাকে, তেমনি মানুষের কর্তব্য হইতেছে, খোদাতায়ালার সাথে এমন সম্বন্ধ স্থাপন করা, যাহাতে খোদাতায়ালা তাহার প্রতি কাজে প্রতি মুহূর্তে তাহাকে পথ প্রদর্শন করেন এবং তিনি যেন তাহার নিকট সব থেকে প্রিয় হন এবং সে যেন প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার উপর নির্ভরশীল হয়। এই কর্তব্য সাধন করিবার জন্যই হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার কাজ ছিল সংসারাসক্ত জনগণকে ধার্মিক করা, ইসলামের অনুশাসন মানব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা এবং হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে পুনঃ তাঁহার আধ্যাত্মিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা, যে সিংহাসন হইতে তাঁহাকে নামাইবার জন্য শয়তানী শক্তি সমূহ ভিতরে এবং বাহিরে চেষ্টা করিতেছে।

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বপ্রথম মুসলমানদিগের মনোযোগ খোলসের পরিবর্তে সার পদার্থের দিকে আকর্ষণ করিলেন এবং জানাইলেন যে, আদর্শের বাহ্যিক দিকটাও পালন করা অবশ্য কর্তব্য বটে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগী না হইলে, কেবল বাহ্যিক আদেশ পালন করিয়া মানুষ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। তদনুযায়ী তিনি এক জামাত স্থাপন করিলেন এবং বয়েতনামায় এই শর্ত রাখিলেন যে, 'আমি ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিব।'

প্রকৃতপক্ষে পার্থিবতার ব্যাধিই মুসলমানদিগকে ঘুণের মত খাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছিল। দুনিয়া তাহাদের হাত ছাড়া হওয়া সত্বেও পৃথিবীর দিকেই তাহাদের নজর ছিল। ইসলামের উন্নতির অর্থে তাহারা রাজত্ব লাভ করা মনে করিত এবং ইসলামের সফলতার অর্থে তাহারা তথাকথিত মুসলমানগণের শিক্ষা এবং বানিজ্যিক উন্নতি মনে করিত, অথচ রসুল করীম (সাঃ) পৃথিবীতে এই জন্য আসেন নাই যে, মানুষ নিজদিগকে কেবল মুসলমান বলিবে, রবং তিনি আসিয়াছিলেন সকলকে খাঁটি মুসলমান করিতে, যে মুসলমানের ব্যাখ্যা পবিত্র কোরআনে আসিয়াছে ঃ—

من اسلم وجهه لله ०

অর্থাৎ—"সে নিজের সত্বাকে খোদাতায়ালার জন্য উৎসর্গ করিয়া দেয় এবং নিজ পার্থিব প্রয়োজনকে ধর্মীয় প্রয়োজনের অধীনে রাখে।"

বাহ্যতঃ ইহা অতি তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য ইহাই যে, ইসলাম কখনও একথা বলে না যে, তুমি বিদ্যা শিক্ষা করিও না বা ইহাও বলে না যে, কোন কলা কৌশল শিখিও না। উহা ইহাও বলে না যে, তুমি নিজ রাজ্যকে শক্তিশালী করিও না। ইসলাম মানুষের শুধু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে। পৃথিবীর যাবতীয় কাজের দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যথা—প্রথম, খোসার দ্বারা শাঁস লাভ করার দৃষ্টিভঙ্গি। যে ব্যক্তি খোসা দিয়া শাঁস লাভ করিতে চাহে, তাহার শাঁস পাইবার কোন নিশ্চয়তা নাই এবং অধিকাংশ সময় সে বিফল হয়; কিন্তু যে শাঁশ

লাভ করে, সে শাঁস সহ খোসাও পাইয়া থাকে। রসুল করীম (সাঃ) এবং তাঁহার অনুগামীদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ছিল ধর্মের জন্য; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা পার্থিব বিষয় হইতে বঞ্চিত হন নাই। ইহা স্বাভাবিক কথা যে, যাহারা ধর্ম বিষয়ে সফলতা লাভ করিবে, কৃতদাসীর ন্যায় দুনিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিবে। কিন্তু পার্থিব সফলতার সহিত পারলৌকিক সফলতা লাভের সম্ভাবনা কম। অধিকাংশ সময় ইহা তো হয়ই না, বরং ধর্মের সামান্য যাহা কিছু থাকে, তাহাও হারাইতে হয়। সুতরাং হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) নবীদের পথানুসরণে খোদার নির্দেশ অনুযায়ী ধর্মের প্রতি গুরুত্ব দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে মুসলমানদের মধ্যে দুই প্রকারের আন্দোলন চলিতেছিল। এক আন্দোলন ছিল, মুসলমানগণ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহাদিগের পার্থিব শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করা উচিৎ। দ্বিতীয় আন্দোলন ছিল, হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) প্রবর্তিত। তিনি বলিলেন যে, আমাদিগকে ধর্মের দিকে মনোযোগী হইতে হইবে। ইহার নিশ্চিত পরিণাম হইবে যে, খোদাতায়ালা নিজ হইতেই আমাদিগকে পার্থিব সম্পদ দান করিবেন।

ইহাতে অনেকেই ভুল বুঝিলেন যে, তাঁহার আন্দোলন বুঝিবা আজকালের সুফীগণের ন্যায়, যাহারা বাহ্যিকভাবে রোযা নামাযের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া সুস্থ সক্ষম লোকদিগকে পর্দানশীন স্ত্রীলোকদের ন্যায় নির্জনবাসে বসাইয়া দেয়। এরূপ হইলে তাঁহার আন্দোলনও শাঁসের নামে খোসার জন্য হইত; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তিনি যেখানেই ধর্মের প্রতি জোর দিয়াছেন, সেখানে তিনি এ কথার উপরও জোর দিয়াছেন, যে, মানবের মেধাকে উদ্দীপ্ত, মস্তিষ্ককে আলোকিত এবং বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিবার জন্যই ধর্মের আগমন হইয়া থাকে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সততার সহিত যে ধর্মকে পালন করে এবং কৃত্রিমতাকে পরিহার করিয়া চলে, ধর্ম তাহার মধ্যে মহান চরিত্রের সৃষ্টি করে, মর্মশক্তি দেয় এবং আত্মত্যাগ ও পরোপকারের প্রেরণা যোগায়। তিনি আরও বলিয়াছেন, তুমি ধর্মকে গ্রহণ কর, নামায পড়, রোযা রাখ, হজ কর, যাকাৎ দান কর; কিন্তু সেই নামায পড়, যাহা কোরআন বলে, এবং সেই রোযা রাখ, যাহা কোরআন শিক্ষা দেয় এবং সেই হজ পালন কর ও সেই যাকাত দাও, যাহা কোরআন বলে। কোরআন করীম তোমাকে নিছক উঠা বসা করিতে বলে না, অনর্থক অনাহারে থাকিতে বলে না, মিছামিছি নিজ দেশ ত্যাগ করিতে বলে না এবং নিজ ধনদৌলত নষ্ট করিতে বলে না। পবিত্র কোরআনে নামায সম্বন্ধে আল্লাহপাক বলিতেছেন:

ان الصلوٰة تنهى عن الفحشاء و المنكر -

অর্থাৎ—"নামায তোমাকে অশ্লীলতা এবং বিশ্বাস হীনতা হইতে মুক্ত করে। সুতরাং নামায পড়া সত্ত্বেও যদি তুমি ঐ দোষ হইতে মুক্ত না হও, যেভাবে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে, তবে তোমার নামায প্রকৃত নামায নহে।"

রোযা সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন যে— لعلكم تتقون রোযার বিধান এই জন্য দেওয়া হইয়াছে যে, রোযা রাখিয়া যেন তোমার মধ্যে নিষ্ঠা ও উত্তম চরিত্র জন্মে। সুতরাং তুমি রোযা রাখিয়া যদি এই ফল না পাও, তবে বুঝিতে হইবে যে, তোমার উদ্দেশ্য সৎ নহে। তুমি রোযা রাখ নাই, শুধু অনাহারে ছিলে এবং তোমার অনাহারে থাকা আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রেত ছিল না। হজ সম্বন্ধে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন যে, উহা দেশ-দ্রোহিতার মনোভাব এবং আত্মকলহ-বিবাদকে বিদূরিত করে। অতএব হজের বিধান আত্মকলহ, যুদ্ধ বিগ্রহ

ও অশান্তিকে দূর করিবার জন্য। যাকাত সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন,

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها-

অর্থাৎ—"যাকাত ব্যক্তি ও জাতিকে সংশোধিত করে এবং অন্তর ও চিন্তাকে পবিত্র করে।"

সুতরাং যে পর্যন্ত এইসব ফল না পাওয়া যায়, তোমার হজ এবং যাকাত লোক দেখানোর বস্তু। সুতরাং তুমি নামায পড়, রোযা রাখ, হজ কর, যাকাত দাও; কিন্তু আমি তোমার নামায, রোযা, হজ ও যাকাত তখনই মানিয়া লইব, যখন দেখিব যে, ঐ সমস্তের জন্য নির্দিষ্ট ফল লাভ হইয়াছে এবং তুমি অশ্লীলতা ও অবিশ্বাস হইতে মুক্ত হইয়াছ, তোমার মধ্যে ন্যায় নিষ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছে, তুমি কলহ বিবাদ ও অশান্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছ, তোমার অন্তর ও চিন্তার মধ্যে পবিত্রতা আসিয়াছে এবং ব্যক্তি ও জাতিগতভাবে তোমার সংশোধন হইয়াছে। কিন্তু যাহার মধ্যে এই সমস্ত গুণ না পাওয়া যাইবে, আমি তাহাকে আমার জামাতভুক্ত মনে করিব না, কারণ সে খোসা গ্রহণ করিয়াছে, শাঁস গ্রহণ করে নাই, যাহা গ্রহণ করা তাহার জন্য খোদাতায়ালার অভিপ্রেত ছিল। এই ভাবে বাদ বাকী সমস্ত এবাদত সম্বন্ধেও তিনি সার বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ইসলামের কোন নির্দেশই অকারণ নয়। খোদাতায়ালা চর্ম চক্ষে দৃষ্টি গোচর হন না, কিন্তু অন্তরদৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায়। তাঁহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু প্রেম দ্বারা স্পর্শ করা যায়। অতএব ধর্মের উদ্দেশ্য শুধু হাত ও চক্ষের উপর কর্তৃত্ব করা নহে, বরং যখনই উহা হাত এবং চক্ষুকে চালনা করে, তখন উহা হৃদয় ও চিন্তাধারাকে পবিত্র করিবার জন্য চালনা করে যেন মানুষের অন্তরে এমন শক্তি সৃষ্টি হয়, যাহার দ্বারা সে খোদাতায়ালাকে দেখিতে পায়, তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে এবং তাঁহার বাণী শুনিতে পারে। সুতরাং এই সমস্ত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়া ইসলামের উন্নতির জন্য তিনি একটি পথ বাহির করিয়াছেন। ফলে একটি ক্ষুদ্র জামাতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহা এমন এক জামাত, যাহা ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়াছে এবং ইসলামের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক রাজত্ব স্থাপনের জন্য সর্ব প্রকার আত্মত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন, কোথায় এক ক্ষুদ্র আহমদী জামাত, আর কোথায় সমস্ত মুসলমানদের এক বিরাট দল। কিন্তু ইসলামের উন্নতি এবং প্রচারের জন্য আহমদীয়া জামাত যাহা কিছু করিতেছে, তাহার তুলনায় সহস্রগুণে সংখ্যাগুরু অবশিষ্ট মুসলমানের দল উহার অর্ধ বা এক চতুর্থাংশ কাজও কি করিতেছে? কেন এই পরিবর্তন ঘটিল? একমাত্র এই কারণে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আহমদীগণকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, দীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দাও। আহমদীগণ ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছে, তাই তাহাদের সাধনা এক নতুন ধারায় চালিত হইয়াছে। একজন প্রকৃত আহমদী যে নামায পড়ে একজন সাধারণ মুসলমান সে নামায পড়ে না। নামাযের আকার উভয়েরই একই। নামাযের কালেমাগুলি এক, কিন্তু শাঁস ভিন্ন! আহমদীগণ নামায পড়ে নামাজ হিসাবে, এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্য। হয়ত কেহ বলিতে পারে, "তবে কি আর সকলে খোদার সহিত নৈকট্য বৃদ্ধির জন্য নামায পড়ে না?" উত্তরে আমি বলিব, "কখনও না।" আপনি একটি বিষয় চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, দুর্ভাগ্য বশতঃ ইদানিং মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে,

খোদাতায়ালার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সৃষ্টি হইতেই পারে না। সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে এই ভুল ধারণা জন্মিয়াছে যে, খোদাতায়ালা এখন আর বান্দার সহিত কোন বাক্যালাপ করেন না এবং বান্দাও খোদাতালাকে কোন কথা শুনাইতে সক্ষম নহে। শতাধিক বৎসর হইতে মুসলমানগণ খোদাতায়ালা হইতে ইলহামের অবতরণ বিষয়ে অবিশ্বাসী হইয়াছে। অবশ্য ইতিপূর্বে মুসলমানদের মধ্যে ঐ সমস্ত লোক ছিলেন, যাঁহারা ইলাহী ইলহাম অবতীর্ণ হওয়ার বিশ্বাস রাখিতেন। শুধু ইহাই নহে, বরং, তাঁহারা দাবী করিতেন যে, খোদাতায়ালা তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া থাকেন। কিন্তু শতাব্দী কাল যাবৎ মুসলমানদের উপর এই বিপদ নামিয়াছে যে, খোদার বাণী প্রচলিত থাকা তাহারা এখন সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া গিয়াছে। এমন কি কোন কোন আলেম এই সত্যের প্রকাশকে কুফর সাব্যস্ত করিয়াছেন। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) আগমন করিয়া পৃথিবীময় প্রচার ও দাবী করিলেন, "খোদাতায়ালা আমার সঙ্গে কথা বলেন।" শুধু ইহাই নহে, বরং তিনি আরও বলিলেন, "যাহারা আমার অনুগমন করিবে, আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে, এবং আমার নির্দেশ মান্য করিবে, খোদাতায়ালা তাহাদের সঙ্গেও কথা বলিলেন।" তিনি অবিরামভাবে খোদাতায়ালার নিকট হইতে প্রাপ্ত বাণী পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং স্বীয় অনুগামীদিগকে অনুপ্রাণিত করিলেন, যেন তাহারা খোদাতায়ালার নিকট হইতে এই পুরস্কার পাইতে চেষ্টা করে। তিনি বলিয়াছেন, মুসলমান দৈনিক পাঁচ বার খোদাতায়ালার নিকট এই প্রার্থনা করিয়া থাকে।

اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين
انعمت عليهم -

অর্থাৎ—"হে খোদা! তুমি আমাদিগকে সরল পথ দেখাও, ঐ সমস্ত লোকদের পথ, যাহাদের তুমি পুরস্কার দিয়াছ অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের।"

তবে ইহা কেমন করিয়া সম্ভবপর যে, মুসলমানদের দোওয়া চিরকাল ব্যর্থ যাইবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহারও জন্য উপরোক্ত রাস্তা খোলা হইবে না, যাহা পূর্ববর্তী নবীদের জন্য খোলা হইয়াছিল এবং খোদাতায়ালা পূর্ববর্তী নবীদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলিতেন, অনুরূপভাবে আর কাহারও সঙ্গে কথা বলিবেন না? মুসলমানদের অন্তরে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তিনি তাহা এই উপায়ে সম্পূর্ণভাবে দূর করিলেন। আমি বলি না যে প্রত্যেক আহমদীর সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য, বরং আমি বলি যে প্রত্যেক আহমদী, যে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর শিক্ষাকে সম্যক উপলব্ধি করিয়াছে, সে শুধু ফরয আদায়ের জন্য নামায পড়ে না, বরং সে নামায এভাবে পড়ে যেন সে খোদাতায়ালার নিকট কিছু পাইতে গিয়াছে এবং সে খোদাতায়ালার সহিত এক নূতন সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে গিয়াছে। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, এই মনোভাব লইয়া যে ব্যক্তি নামায পড়ে, তাহার নামায এবং অপরের নামায এক সমান হইতে পারে না।

খোদাতায়ালার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের উপর তিনি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন: "আমার দাবী মানিবার সপক্ষে খোদাতায়ালা বহু প্রমাণ দিয়াছেন; কিন্তু আমি তোমাকে এ কথা বলি না যে, তুমি কেবল ঐগুলি চিন্তা করিয়া দেখ এবং বুঝিতে চেষ্টা কর। যদি প্রমাণ সমূহ চিন্তা করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার সুযোগ না পাও, কিম্বা ইহার প্রয়োজন বোধ না কর অথবা যদি মনে কর তোমার বিবেক ইহার সঠিক মীমাংসা করিতে ভুল করিতে পারে, তবে

তোমার মনোযোগ আর এক দিকে আকর্ষণ করিতেছি। তুমি খোদার কাছে আমার বিষয়ে দোওয়া কর এবং খোদাতালার নিকট সঠিক নির্দেশপ্রার্থী হও এবং বল, "হে খোদা! এই ব্যক্তি যদি সত্যবাদী হন, তবে আমাকে সত্য পথ দেখাও; কিন্তু যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে আমাকে তাহার নিকট হইতে দূরে রাখ।" তিনি বলিয়াছেন যদি কেহ সত্য মন লইয়া এবং বিদ্বেষমুক্ত হইয়া খোদার নিকট এইভাবে কিছু দিন দোওয়া করে, তবে নিশ্চয় তাহার জন্য হেদায়েতের দ্বার উন্মুক্ত হইবে আমার সত্যতা তাহার নিকট দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে। সহস্র মানুষ এই পন্থা অবলম্বন করিয়া খোদার নিকট হইতে আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা কত জাজ্বল্যমান প্রমাণ। মানুষ নিজে বুঝিতে ভুল করিতে পারে, কিন্তু খোদাতায়ালা কখনও স্বীয় পথ প্রদর্শনে ভুল করিতে পারেন না। নিজ সত্যতার প্রতি কত অটল বিশ্বাস সেই ব্যক্তির, যিনি নিজ সত্যতা যাচাই করিবার জন্য লোক সম্মুখে এরূপ পন্থা পেশ করেন।

কোন মিথ্যাবাদী কি ইহা বলিতে সাহস পাইবে যে, যাও স্বয়ং খোদার নিকট যাইয়া আমার সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। কোন মিথ্যাবাদী কি ইহা কল্পনা করিতে পারে যে, মীমাংসার এইরূপ পন্থা তাহার পক্ষে শুভ হইবে? যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার প্রেরিত না হইয়া মীমাংসার এই পন্থা মানিয়া লয় সে প্রকৃতপক্ষে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে ডিগ্রী দেয় এবং নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করে। কিন্তু হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) সব সময় দুনিয়ার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, "আমার নিকট হাজার হাজার প্রমাণ আছে, কিন্তু যদি ইহাতে তোমরা সন্তুষ্ট হইতে না পার তবে আমার কথা গ্রহণ করিও না, আমার বিরোধীদের কথাও গ্রহণ করিও না; খোদাতায়ালার নিকট যাও এবং জিজ্ঞাসা কর যে, আমি সত্যবাদী কিনা। যদি খোদাতায়ালা বলিয়া দেন যে, আমি মিথ্যাবাদী তবে নিশ্চয় আমি মিথ্যাবাদী। কিন্তু যদি খোদাতায়ালা বলিয়া দেন যে, আমি সত্যবাদী তবে আমার সত্যতা গ্রহণ করিতে তোমার আপত্তি কেন?

হে আমার প্রিয়গণ! মীমাংসার জন্য ইহা কেমন সরল, সহজ ও সত্য পথ। হাজার হাজার মানুষ এই উপায়ে উপকৃত হইয়াছে এবং এখনও যাহারা উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে চাহে, তাহারা উপকৃত হইতে পারে।

মীমাংসার এই পদ্ধতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে হিকমত ছিল যে, তিনি পার্থিবতার উপর ধর্মকে শ্রেষ্ঠ জানিতেন। তিনি বলিতেন জড়বস্তু দেখিবার জন্য খোদাতায়ালা আমাদিগকে চক্ষু দিয়াছেন, এবং জড় বিষয় বুঝিবার জন্য বুদ্ধি দিয়াছেন এবং জড় পদার্থকে দৃশ্যমান করিবার জন্য সূর্য এবং অসংখ্য তারকারাজি সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব কিভাবে সম্ভব যে, আধ্যাত্মিক হেদায়েতের জন্য তিনি কোন ব্যবস্থা করিবেন না। নিশ্চয় কোন সময় কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক বস্তু দেখিবার আকাঙ্খা প্রকাশ করিলে, তিনি তাঁহার জন্য উহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং পবিত্র কোরআনে বলিতেছেন:

الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

অর্থাৎ—"যে কেহ আমার সহিত মিলিত হইবার বাসনা লইয়া পরিশ্রম সহকারে কাজ করে, আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে পথ-প্রদর্শন করি।"
(আনকবুত, ৭ রুকু)।

মোট কথা এই যে, হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দানের ব্যবস্থা যেমন তিনি নিজ-জামাতের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন, তেমনি বিরুদ্ধ-

বাদীদের সম্মুখেও উপস্থিত করিয়াছেন। আমাদের খোদা চিরজীব। তিনি আজও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিধানের পরিচালনা করিতেছেন। একজন বিশ্বাসীর জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা রসহিত উত্তরোত্তর অধিকতর সংযোগ স্থাপন করা এবং নৈকট্য লাভ করা অবশ্য কর্তব্য। যাহার নিকট এখনও আল্লাহ্‌তাঁয়ালার হেদায়েত প্রকাশিত হয় নাই, তাহার কর্তব্য আল্লাহ্‌-তায়ালার নিকট আলো প্রার্থনা করা এবং উহার সাহায্যে সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করা। সুতরাং হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও দাবী ছিল মানবের সংশোধন করা এবং মানব সমাজকে পুনরায় খোদাতায়ালার দিকে লইয়া যাওয়া এবং যাহারা খোদাতায়ালার সহিত মিলিত হওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে খোদাতায়ালার সহিত সাক্ষাতের বিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং ঐরূপ জীবনের সহিত মানুষকে পরিচিত করা যেরূপ জীবন মূসা (আঃ) এবং অন্যান্য নবীদের সময়ে লোকে লাভ করিতে পারিয়াছিল।

হে প্রিয়গণ! প্রাচীন গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া দেখ, পুনরায় নিজ পূর্বপুরুষদের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, তাঁহাদের জীবন কি জড়বাদী ছিল? তাঁহাদের সমস্ত কাজ কি শুধু জড় উপকরণ দ্বারা চলিত? তাঁহারা খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য দিবা রাত্রি চঞ্চল থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা খোদাতায়ালার মোজেজা এবং খোদাতায়ালার নিদর্শন সমূহ হইতে অংশ পাইতেন এবং ইহাই ছিল সেই জীবন, যাহা অন্য জাতির উর্ধে তাহাদিগকে স্থান দিয়াছিল। হিন্দু, খ্রীষ্টান এবং অপরাপর জাতীর তুলনায় মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য কি? যদি কোন বৈশিষ্ট্য না থাকে তবে ইসলামের প্রয়োজন কি? প্রকৃতপক্ষে বৈশিষ্ট্য আছে; কিন্তু মুসলমানগণ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে এবং উক্ত বৈশিষ্ট্য হইল, একমাত্র ইসলামেই অনন্তকালের জন্য খোদার বাণী সচল আছে এবং সদা খোদার সহিত সংযোগ স্থাপন করা যাইতে পারে। রসুল করীম (সাঃ)-এর কল্যাণের অর্থ ইহাই। তাঁহার কল্যাণের অর্থ ইহা নহে যে, তুমি বি এ, এম, এ, পাশ কর। একজন খ্রীষ্টান কি বি. এ., এম. এ. পাশ করে না? তাঁহার কল্যাণের অর্থ ইহা নহে যে, তুমি এক বিরাট কারখানা চালাইয়া ধনশালী হও। খৃষ্টান, হিন্দু এবং শিখ কি কারখানা চালায় না? রসুল করীম (সাঃ)-কর কল্যাণের অর্থ ইহা নহে যে, তুমি এক বিরাট বাণিজ্য চালাইবে এবং বিদেশে দূর দূরান্তে তোমার কারবার চলিবে। এই সমস্ত কাজ হিন্দু, খৃষ্টান এবং ইহুদীরাও করিতেছে। রসুল করীম (সাঃ)-এর কল্যাণের প্রকৃত অর্থ হইল, যেন তাঁহার মাধ্যমে খোদাতায়ালার সহিত মানুষের সত্যিকার সংযোগ স্থাপিত হয়, মানব হৃদয় আল্লাহ্‌-তায়ালার দর্শন লাভ করে এবং তাহার আত্মা খোদা-তায়ালার সহিত মিলিত হয়, সে খোদাতায়ালার সুমধুর বাণী শ্রবণ করে এবং খোদাতায়ালার নিত্য নূতন নিদর্শন সমূহ তাহার সপক্ষে প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহা সেই অমূল্য রত্ন যাহা মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর দাসত্ব না করিলে কেহ পাইতে পারে না; ইহা সেই বিষয় যদ্বারা মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুচরগণ অপর জাতিসমূহের উপর বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছেন। সুতরাং হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) মুসলমানদের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন; এবং উহাকেই তিনি বিরুদ্ধ-বাদীদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিয়াছেন, "এই হারান মুক্তা খোদাতায়ালা আমাকে দিয়াছেন, এই বিনষ্ট সম্পদ আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে দান করিয়াছেন এবং এই সকল কিছুই কেবল মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কল্যাণে এবং তাঁহার অনুবর্তিতার ফলে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার কল্যাণেই আমি এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছি। হযরত মসিহ মওউদ

(আঃ) এতদভিন্ন আরও বহুবিধ কাজ করিয়াছেন। কিন্তু সেগুলির গুরুত্ব আংশিক। যদিও সেগুলি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি তাঁহার আসল কাজ ছিল ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দান করা এবং পার্থিবতার উপর আধ্যাত্মিকতাকে প্রবল করার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করা। অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয়ের ইহাই একমাত্র নিশ্চিত উপায়। অবশ্য তোপ কামান দ্বারা আমরা নিজ দেশ রক্ষা করিব এবং কোন কোন শত্রুকে ইহা দ্বারা দমনও করিব; কিন্তু ইসলামের যে বিজয় সারা বিশ্বব্যাপী আসিবে, তাহা একমাত্র এই আধ্যাত্মিক উপায়েই আসিবে। ইহারই প্রতি হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। যখন মুসলমানগণ প্রকৃত মুসলমান হইবে, ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করিবে, যখন আধ্যাত্মিক বিষয়কে জাগতিক বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিবে, তখন এই বিলাসিতাপূর্ণ জীবন, যাহা পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে আমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে, স্বাভাবিকভাবেই দূর হইবে, এবং লোকে অপর কাহারো অনুরোধের অপেক্ষা না করিয়া নিজ তাগিদেই সমস্ত অনাচার ত্যাগ করিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতে থাকিবে। তখন তাহার কথায় প্রভাব সৃষ্টি হইবে এবং তাহার প্রতিবেশী তাহাকে অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিবে। খৃষ্টান, হিন্দু এবং অপরাপর ধর্মাবলম্বীগণ, মক্কাবাসীগণ যেমন বলিত, তেমনি বলিতে থাকিবে, لو كانوا مسلمين অর্থাৎ হায়! তাহারাও যদি মুসলমান হইত। এইরূপ বলিতে বলিতে মক্কাবাসীদের ন্যায় তাহাদের কথাও কার্যে পরিণত হইবে এবং কালক্রমে তাহারাও মুসলমান হইয়া যাইবে। কারণ উত্তম বিষয় হইতে দূরে অধিককাল কেহ থাকিতে পারে না। প্রথমে বিষয়টি ভাল লাগে, পরে উহা পাইতে লোভ হয়, তাহার পর পাইবার চেষ্টা আরম্ভ হয় এবং ক্রমবর্ধমান আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া শেষ পর্যন্ত মানুষ উহার সহিত মিলিত হয়। এখনও এইরূপই হইবে। প্রথমে ইসলাম মুসলমানগণের অন্তরে প্রবেশ করিবে, পরে তাহাদের শরীরে চালিত হইবে। তখন অমুসলমানগণ এইরূপ খাঁটি মুসলমানদের নকল করিতে আরম্ভ করিবে এবং সমস্ত পৃথিবী মুসলমান দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে এবং ইসলামের আলোকচ্ছটায় জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। হে আমার প্রিয়গণ! এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি বিস্তারিত দলীলসমূহ বর্ণনা করিতে পারিতেছি না এবং আহ্‌মদীয়াতের বাণীর সমস্ত বিষয় আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারিতেছি না। আমি সাধারণভাবে আহমদীয়াতের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম এবং আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ, আপনারা এই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, পৃথিবীতে ধর্মীয় আন্দোলন কখনও শুধু পার্থিব উপায়ে জয়যুক্ত হয় নাই। ধর্মীয় আন্দোলন আত্মশুদ্ধি, প্রচার এবং আত্ম-ত্যাগ দ্বারাই সর্বদা জয়যুক্ত হইয়াছে; আদম (আঃ)-এর সময় হইতে আজ পর্যন্ত যাহা হয় নাই তাহা এখনও হইবে না। যে ধারায় খোদাতায়ালার বাণী আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করিয়া আসিয়াছে, সেই ধারাতেই এখনও মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পয়গাম দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করিবে। সুতরাং নিজ আত্মার প্রতি, নিজ সন্তানের প্রতি, নিজ খান্দান এবং নিজ জাতির প্রতি, এবং দেশের প্রতি কৃপা করিয়া খোদাতায়ালার পয়গাম শুনিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করুণ, যেন, আল্লাহ্‌তায়ালার কল্যাণের দ্বার অতি শীঘ্র আপনাদের জন্য উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং ইসলামের উন্নতি পিছাইয়া না পড়ে। আমাদের সম্মুখেও বহু কাজ পড়িয়া আছে। সেজন্য হে পথিক! আমরা আপনার আগমনের আশায় অপেক্ষা করিতেছি, কারণ

ঐশ্বরিক উন্নতি মোজেজা ছাড়া ধর্ম-প্রচারের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখে। আসুন আমরা এক সঙ্গে মিলিত হইয়া এই দায়িত্ব পালন করি। কারণ ইসলামের উন্নতির জন্য এই দায়িত্ব পালন করা একান্ত কর্তব্য। এই পথে আত্মত্যাগ করিতে হইবে। গ্লানি, নিন্দা এবং অত্যাচার অবশ্য সহ্য করিতে হইবে। খোদার রাস্তায় মৃত্যু বরণ করাতেই প্রকৃত জীবন লাভ হয়। এই মৃত্যু বরণ না করিলে কেহ খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না এবং এই মৃত্যুকে বরণ না করিলে ইসলামও জয়যুক্ত হইতে পারিবে না। সাহস সঞ্চয় করুন, মৃত্যুর এই পেয়ালা মুখে তুলিয়া ধরুন, যেন আমাদের ও আপনাদের মৃত্যুতে ইসলাম জীবন প্রাপ্ত হয় এবং মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দীন নূতন জীবন লাভ করে এবং এই মৃত্যুকে বরণ করিয়া যেন আমরা আমাদের প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য লাভ করিয়া অনন্ত জীবন লাভে ধন্য হই। হে আল্লাহ্, আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ কর।

অনুবাদঃ
মরহুম মৌঃ আবদুল হাফিজ
ও
মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব

★

প্রাথমিক নামাজ তত্ত্ব ও তথ্য পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া "প্রাথমিক নামাজ তত্ত্ব ও তথ্য" নামক একখানা নামাজ শিক্ষা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। সমস্ত মজলিসের কায়েদ সাহেবদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যেন তাঁহারা তাঁহাদের মজলিস এবং জমাতের জন্য প্রয়োজনীয় কপির অর্ডার সংগ্রহ করিয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দেন, পুস্তকের মূল্য যথাসময়ে ঘোষণা করা হইবে।

খাকসার—
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
মোতামাদ (সাধারণ সম্পাদক)
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া
৪নং বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা।

ধর্মের পূর্ণতা ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা

—মোঃ মোস্তফা আলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ধর্মের ও নেয়ামতের পূর্ণতা বিধান এবং একমাত্র ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করার কথাগুলো একটি আয়াতের অংশ বিশেষ মাত্র। সম্পূর্ণ আয়াতটি বিশেষ করে যে সুরাতে ঐ আয়াতটি নাযেল হয়েছে, তা' নিয়ে গভীরভাবে বিচার বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এতে খাদ্য ও আদর্শের নিবিড় সংযোগের কথাই বলা হয়েছে। মানব জীবনে খাদ্য শুধু বেঁচে থাকার জন্যই প্রয়োজন হয় না। আমাদের স্বাস্থ্য এবং মন মেজাজ ও কর্মদক্ষতার উপরেও এর বিরাট প্রভাব রয়েছে। ঐ প্রভাব ভাল মন্দ দুইই হতে পারে। খাদ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে ইসলামের বিধি নিষেধের মূল লক্ষ্য হলো, প্রথমে মানুষকে দৈহিক ভাবে বাঁচিয়ে রাখা ও তৎপর যথা সম্ভব তাকে খাদ্যের মন্দ দিক হতে দূরে রাখা ও ভাল থেকে নয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকেও বিবেচনা করা হয়। তাই অবৈধভাবে খাদ্যের সংস্থানকে ইসলাম জোর দিয়ে ঘৃণা করেছে। খাদ্যের ব্যাপারে বিধি নিষেধ আরোপ করে কুরআনে বহু আয়াত নাযেল হয়েছে। বর্ত্তমানে খাদ্য পরিস্থিতিতে ঐসব আয়াতের শিক্ষা দ্বারা দুনিয়া বাসী নানাভাবে উপকৃত হতে পারে। এখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে, সুরা মায়িদার (মায়িদা অর্থ খাদ্য বা খাবার টেবিল) তৃতীয় আয়াতে যে ধর্মের পূর্ণতার কথা বলা হয়েছে, তার সম্পূর্ণ বাংলা তর্জমা তুলে দিচ্ছি ঃ-

"তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মড়া, রক্ত, শুকর মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু আর গলা চাপিয়া মারা জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, তবে যাহা তোমরা জবেহ দ্বারা পবিত্র করিয়াছ তাহা ব্যাতীত, আর যাহা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তাহা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এই সব পাপ কার্য। আজ সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণ তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচারণে হতাশ হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাংগ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করিলাম। তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকিয়া ক্ষুধার তাড়ণায় বাধ্য হইলে তখন আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে খাদ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচ্য বিষয় গুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, খাদ্যের ব্যাপারে যে ধর্ম সঠিক নির্দেশ দিতে পারে না, সে ধর্ম শুধু অপূর্ণই নয়, বরং কখনও মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক হতে পারে না। অপর দিকে প্রয়োজনীয় খাদ্য না পেলেও মানবতার একই অবস্থা ঘটে থাকে। সুতরাং খাদ্য সংক্রান্ত বিধি

নিষেধ অত্যন্ত ব্যাপকভিত্তিক হতে হবে। কি কি খেতে হবে আর খেতে হবে না, সে কথা বল্লেই যথেষ্ট হবে না। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষ শুধু প্রকৃতিদত্ত খাদ্যের উপরেই নির্ভর করে না। সে স্বচেষ্টায় খাদ্য উৎপাদনেও ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে। আগুন ও মসলার দ্বারা সে বহু কৃত্রিম খাদ্যও তৈরি করেছে। তা'ছাড়া খাদ্য বর্ধনের কথাও রয়েছে। এসব নিয়ে এখানে আলোচনায় যাচ্ছি না। উপরোক্ত আয়াতেও এসব কথা বলা হয়নি। এখানে যে বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা দরকার তা'হলো, যে পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের বা দ্বীনের পূর্ণতার কথা বলা হয়েছে তা'হৃদয়ংগম করা। বিপাকে পড়লে বাঁচার তাগিদে এখানে নিষিদ্ধ খাদ্যও গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং চিরদিন যাতে বিপাকে পড়ে থাকতে না হয়, সে চেষ্টাই আমাদের করতে হবে। আমরা যদি বৈধ খাদ্য উৎপাদন দ্বারা দেশকে সয়ং সম্পূর্ণ বা উদ্বৃত্ত করে তুলতে সমর্থ হই তবেই মাত্র নিজেদেরকে অবৈধ খাদ্য গ্রহণ হতে রক্ষা করতে পারবো। কথাটা একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝানো যাক। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কোন জরুরী কাজে বিদেশ বা ভিন্ন জাতির মধ্যে গেলে, তাকে হয়ত সাময়িকভাবে বাধ্য হয়ে নিষিদ্ধ খাদ্য খেতে হতে পারে। নৌকা বা জাহাজ ডুবি, পাহাড় বা মরুভূমিতে পথ হারানো অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান ইত্যাদি অবস্থায় এমনটি ঘটতে পারে। কিন্তু কোন দেশকে যদি বিদেশ হতে সর্বদা খাদ্য আমদানী করতে হয় এবং ঐ খাদ্য মাছ মাংস জাতীয় সংরক্ষিত খাদ্য হয়, তবে তা বৈধ ভাবে জবাইকৃত এমনটি ভাবা কখনও উচিৎ হবে না। এদেশেরই জ্ঞানী গুণীদের কথা 'ভিক্ষার চা'ল কাড়া আর আকাড়া!'

তেমনি বলা চলে, জান বাঁচানোর জন্য বিদেশ হতে খাদ্য আমদানী করতে হলে, সব সময়ে বৈধ কিংবা অবৈধ, এ বিচার করা চলে না। দেশ বা জাতিকে এরূপ অবস্থা হতে রক্ষা করার প্রধান উপায় হলো, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা উদ্বৃত্ত হওয়া। রসুলে করীম (ছঃ)-এর দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, ফোরাতের তীরের একটি কুকুরও যদি উপোস থাকে, আমাকে জবাবদিহি হতে হবে। কত বড় দায়িত্ব বোধ থাকলে তিনি এমন কথা বলতে পারেন। একই নবীর উম্মত হয়েও তা উপলব্ধি করার শক্তিও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তা'না হলে, বর্ত্তমানে দুনিয়াতে কোটি কোটি আদম সন্তান (তাদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাই হয়ত বেশী হবে) অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। অবস্থার চাপে পড়ে এরা যে কত অখাদ্য, কুখাদ্য ও নিষিদ্ধ খাদ্য খাচ্ছে তা' আল্লাহই জানেন। মুসলমান বলে দাবী করেও আমরা তাদেরকে খাদ্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারছি না। কৃষি প্রধান দেশ ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট রাষ্ট্র হিসেবে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে না পারলে, আমরা জবাব দিহি হতে বাঁচতে পারবো কি? নিষিদ্ধ খাদ্য খাওয়ার দরুণই আদম ও হাওয়াকে চির শান্তির বেহেশ্‌ত ছাড়তে হয়েছিলো। এখনও নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়ে যে কত আদম সন্তানকে অকালে দুনিয়া ছাড়তে হচ্ছে তা' গভীরভাবে উপলব্ধির প্রয়োজন রয়েছে বৈ কি?

★

খুতবা ঈদুল আজহা

সইয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)

২৭শে জানুয়ারী ১৯৭২ ইং, রবওয়ায় প্রদত্ত।

অনুবাদ : *মৌঃ মোহাম্মদ*

পরবর্তী সময় হইতে সারা দুনিয়ায় আহমদীয়া জামাত মক্কা মুকাররামার ঈদের দিনে এই ঈদ পালন করিবে।

আমাদের দিল এ কথা পছন্দ করে না যে মক্কা মুকাররামায় ঈদুল আজহার উপলক্ষে কুরবাণী অনুষ্ঠানের পূর্বে আমরা কুরবাণী করি।

খোদা করুণ ইসলামী ঐক্য বিধান আমাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হউক।

মসনুন খুতবা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) নিম্ন লিখিত আয়াত তেলাওত করেন।

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله (الصف : ١٠)

لا يكلف الله نفسا الا وسعها (البقرة ٢٨٧)

অতঃপর তিনি বলেন,

আল্লাহ্তায়ালা হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-কে ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্যের শুভ সংবাদ দিয়াছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে এই শুভ সংবাদ এই জন্য দিয়াছিলেন যে, তাঁহার নবুওতের যুগ কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং তাঁহার প্রতি শুভ-সংবাদের যুগ কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত।

তবুও কতকগুলি শুভ সংবাদ বৈশিষ্টের দিক দিয়া এমন যে প্রথম দিন হইতেই আমরা উহাদের প্রকাশ দেখিয়া আসিতেছি এবং প্রত্যেক যুগ এবং প্রত্যেক শতাব্দীতে আমরা উক্ত শুভ সংবাদ পূর্ণ হইতে দেখিয়া আসিতেছি। আবার অপর কতকগুলি শুভ সংবাদ আছে যেগুলি নির্দিষ্ট এবং বিশেষ সময়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

ঈমান সম্মত দায়ীত্ব পূর্ণভাবে পালন করিতে আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যের অবতরণ প্রত্যেক যুগের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। ইহার শৃঙ্খল কেবল প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে নহে বরং প্রথম দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং শেষ সময় পর্যন্ত সচল থাকিবে। এই পৃথিবী যদি দুই লক্ষ, অথবা দশ হাজার বৎসর অথবা দুই তিন হাজার বৎসর পরে শেষ হয়, তাবে শেষ হওয়ার শেষ ঘন্টাতেও যদি কোন ব্যক্তি ঈমান সম্মত দায়ীত্ব পূর্ণভাবে পালন করে, তাহা হইলেও সে আল্লাহ্তায়ালার (প্রতিশ্রুত) ফযল লাভ করিবে।

সুতরাং কতক এই প্রকারের শুভ সংবাদ আছে যেগুলি কোন বিশেষ যুগ বা সময় বা শতাব্দী বা সাল বা মাস বা দিনের সহিত সম্বন্ধ রাখে না বরং ওগুলি ভবিষ্যতের শুভ সংবাদ হইয়া থাকে, প্রত্যেক যুগ এবং দেশের সহিত সম্বন্ধ রাখে। কিন্তু অপর কতকগুলি শুভ সংবাদ হইয়া থাকে, যথা—কোন ব্যক্তিকে বলা যে আমি তোমার হাতে কিসরার কাঁকন দেখিতেছি কিম্বা এ কথা বলা যে কিসরার দেশের উপর বিজয় দেওয়া হইবে কিম্বা রোমের

কায়সার ইসলামের হস্তে পরাভূত হইবে। তদনুযায়ী যথা সময়ে এই শুভসংবাদটি পূর্ণ হইয়াছিল। হযরত উমর (রাঃ)-এর শাসনকালে এই দুইটি শক্তির বাহুবল প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য কোন কোন স্থানে তাহাদের চিহ্ন বাকী ছিল, কিন্তু ইহা বলা যাইবে না যে জাতি দুইটি বাকী ছিল।

ইরান বিজয়ের সূত্রপাত হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর শাসনকালে হয় এবং তাঁহার খেলাফতের শেষ দিকে রোমের কায়সারের মূর্খতার জন্য তাহার সহিত যুদ্ধের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহাদের সহিত বড় আকারের যুদ্ধ হযরত উমর (রাঃ)-এর শাসনকালে সংঘটিত হয়।

মোট কথা, এই যুদ্ধগুলি এক বিশেষ সময়ের মধ্যে ঘটে। খোদা যতদিন চাহিলেন তাহাদের উপর ইসলামের শাসন থাকিল এবং এই সকল এলাকা আজও মুসলমানদের অধীনে আছে। মোট কথা তৎকালে জানা দুনিয়ায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে। এইভাবে এক শুভসংবাদ পূর্ণ হয়। অবশ্য এমন কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যেগুলি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ খলিফার শাসনকালের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ছিল। অর্থাৎ ইসলামের প্রথম অভ্যুত্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। যথা—কোন শুভ সংবাদ প্রথম খেলাফত কালের জন্য, কোন শুভ সংবাদ দ্বিতীয় খেলাফত কালের জন্য ইত্যাদি। আবার কতকগুলি পরবর্তী কালের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই সকল শুভ সংবাদ যথা নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এমন কতক শুভ সংবাদ আছে, যেগুলির মধ্যে আবার কতকগুলি বিরাট আকারের এবং এইগুলি হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর রুহানী সন্তান প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি শুভসংবাদের কথা বলা যাইতে পারে, যাহা পবিত্র কুরআনেও আছে। যথা ليظهره على الدين كله অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা ইসলামকে বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য দেওয়া হইবে।

ইসলামের প্রথম অভ্যুদয়ের যুগে এরূপ উপকরণ ছিল না যদ্বারা ইসলাম সারা বিশ্বে প্রসারিত হইতে পারিত। এই জন্যই আমি এই ভাষা ব্যবহার করিয়াছি যে তখন ইসলাম জানা দুনিয়ার মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কারণ এই দৃষ্টি কোণ দ্বারা তখনকার অবস্থা অনুযায়ী দুনিয়া দুই অংশে বিভক্ত ছিল অর্থাৎ এক জানা দুনিয়া এবং এক অজানা দুনিয়া। কিন্তু আমাদের যুগে জানা দুনিয়া আছে কিন্তু অজানা দুনিয়া নাই। এখন দুনিয়ায় এমন কোন অজানা এলাকা নাই যেখানে বসতি আছে অথচ মানুষ তাহা জানে না।

সুতরাং ليظهره على الدين كله আয়াতে নিহিত ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্যের শুভ সংবাদ ইসলামের প্রথম উত্থানের সময় পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ইহা ইসলামের দ্বিতীয় অভ্যুত্থানের যুগে অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ)-এর অভ্যুত্থানের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত। ইহার সম্বন্ধ মানব মণ্ডলির হৃদয়ে হযরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর প্রতি 'বিশ্বপ্রেম' সৃষ্টি হওয়া, এবং খোদাতায়ালার সত্তার সহিত এক 'বিশ্বপ্রেম' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সহিত বিজড়িত। কারণ ইহা ব্যতিরেকে ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য সম্ভব নহে। কিন্তু আমাদের বর্তমান যুগের পূর্বে হযরত মোহাম্মাদ (ছঃ)-এর প্রতি এক বিশ্বপ্রেম এবং আল্লাহতায়ালার সত্তার সহিত এক বিশ্ব প্রেম সংস্থাপিত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারিত না; কারণ আল্লাহতায়ালার গুণাবলীর সম্বন্ধে কোরআনে বর্ণিত ইসলামি শিক্ষা দুনিয়ায় পৌঁছায় নাই। সুতরাং দুনিয়ার যে সকল জায়গায় হযরত নবী আকরাম (রাঃ)-এর নাম পৌঁছায় নাই এবং জনগণ তাঁহার নাম পর্যন্ত শুনে নাই, সেখানে জনগণের হৃদয়ে কিরূপে তাঁহার মহিমা এবং শান সৃষ্টি হইতে পারিত

এবং খোদাতায়ালার প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত? অতএব না দেখিয়া না শুনিয়া কাহারও অন্তরে ভালবাসা জন্মান সম্ভব নহে। সেইজন্য ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ) এবং তাঁহার জমাতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং এই দিক দিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ জম্মাদারী যাহা আল্লাহতায়ালা আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন এবং ইহা ঐ সকল কোরবাণী চায়, যাহার ইঙ্গিত এই ঈদের মধ্যে পাওয়া যায়। যথা জানের কোরবানী। খোদাতায়ালার দীনের জন্য এবং খোদা-তায়ালার সন্তোষ লাভের জন্য জড়-জগতের সুখ ও সাচ্ছন্দ হইতে জানিয়া শুনিয়া সরিয়া যাওয়া এবং এক দরবেশ ফকিরের ন্যায় জীবন যাপন করাও এক বড় কোরবানী। পুনরায় সময়ের কোরবানী আছে। ওয়াকফের মধ্যে এক প্রাণের কোরবানী আছে এবং এক জীবনের কোরবানী আছে। একজন ওয়াকেফে জীন্দিগী প্রকৃতপক্ষে জীবনের কোরবানী দেয়। যতদিন পর্যন্ত নিরাপদ অবস্থায় তাহার জীবন কাটে সে বলিতে থাকে যে আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ধর্মের উন্নতির জন্য কোরবান রহিয়াছে।

পুনরায় এইভাবে মালের কোরবানী আছে। ইহা ছাড়া আরও হাজার রকমের ও সংখ্যাতীত কোরবানী আছে, যাহা মানুষ খোদাতায়ালার রাস্তায় পেশ করে। কারণ আমাদের উপর আল্লাহতায়ালার অগননীয় নেয়ামত রহিয়াছে এবং আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক নেয়ামত হইতে এক অংশ ফেরত চাহেন, যাহার জন্য আমাদিগকে প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

একটি সংশোধনী

"আহ্‌মদীর" পূর্ববর্ত্তী সংখ্যায় 'কাদিয়ানের ডায়রী" প্রবন্ধে কাদিয়ান শরীফে আহ্‌মদী অধিবাসীগণের (তথা দরবেশানে-কাদিয়ানের) বর্ত্তমান সংখ্যা ১৭০০ (সতের শতের) স্থলে কম্পোজের ভুল বশতঃ ১৭০০০ (সতের হাজার) ছাপিয়া গিয়াছে। আশা করি, পাঠক বর্গ সংশোধন করিয়া লইবেন।

(সম্পাদক)

হযরত আবদুর রহমান খান বাঙ্গালী (রহঃ)

—শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

তিনি নেই। তিনি আর ইহজগতে নেই। সদ্য প্রস্ফুটিত শিউলীর মত নরম, পেলব; কচি তৃণের পাতার মত কোমল; ফলের ভারে অনেত বৃক্ষের শাখার ন্যায় সলজ্জ; শিশুর সোহাগের মত উদার ও নির্মল সেই মানুষটি আর আমাদের মধ্যে নেই। তিনি চলে গেছেন। চলে গেছেন তার প্রিয় বন্ধুর কাছে। তার পরম বন্ধুর দরবারে যেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসে না। কেউ কোনোদিন ফিরে আসেনি। প্রিয়জনের বিচ্ছেদে মানুষ শোকাহত হয়। আত্মহারা হয়। কিন্তু আপনজনের চির-বিদায়ের সংবাদটা মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করে ফেলে, এমন অবস্থাও দুর্লক্ষ্য নয়। এবং সে বিস্ময়টা যেন অবিশ্বাসের। অথচ ঘটনাটা বিশ্বাস্য। মানব-মনের এই দিকটার কোনো সুষ্ঠু বিশ্লেষণ কেউ করেছেন কিনা বলতে পারিনা, তবে অবস্থাটা যে নিদারুণ তা বলতে পারছি।

"তাহলে তো আপনাদের ও আমার জামাতের মধ্যে এ ব্যাপারে তেমন কোনো তফাৎ দেখছি না। আমার ওখানেও তো বছরে ষাট | সত্তুর জন বয়াত করে থাকেন।" শরমে কথাটার কোনো উত্তর সেদিন দিতে পারিনি। এবং আজও এর কোনো সদুত্তর খুঁজে পাইনি। আলাপ হচ্ছিল আমার বৈঠকখানায় টেবিলের উপরে পড়ে থাকা আমাদের এখানকার জামাতের একটা বাৎসরিক রিপোর্ট নিয়ে। রিপোর্টটিতে সে বছরে একশ' একজন বা অনুরূপ একটা সংখ্যার বয়াতের কথা বলা ছিল। অবশ্য, উনি হয়তবা আমার নাজুক অবস্থা লক্ষ্য করেই, একথাও বলেছিলেন "আমি, অবশ্য সবাইকে ধরে রাখতে পারি না। সমাজের প্রতিকূল স্রোতই তার কারণ।" মনে মনে বলেছিলাম, 'আমরাও কি তা পারছি।' শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুইয়ে এসেছিল। আমাদের মতই মাছে-ভাতে মানুষ ঐ নিরীহ লোকটা। অথচ কত তফাৎ। মনে হলো, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী দেশের যে মানুষগুলো খোদাকে পিঠের পিছনে ফেলে রেখেছে; যারা শক্তি সম্পদ আর সম্মানের পিছনে ছুটে চলার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় মেতে আছে; যারা খোদাকে বিশ্বাস করলেও, এমন ভয়ংকর বিশ্বাসও করে যে খোদা এক পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন; তাদের মধ্য থেকেই বছরে ষাট সত্তুর জন মানুষ হযরত রসুলে করীম (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে খোদাতায়ালার একত্বের ঘোষণা করার জন্য হযরত মসীহ মাউদ (আঃ)-এর নেতৃত্বে সমবেত হচ্ছে। শক্তি-সম্পদের এবং আত্মীয়-স্বজনের মায়া বিসর্জনকারী খোদার তৌহিদের ঝাণ্ডাবাহী এই নবীন কাফেলার জয়যাত্রা মসীহার সাদাকাতের আর একটি প্রমাণ। মনে হলো সেই মহান কাফেলার মহান সারবাঁ আমার সামনেই উপবিষ্ট।

'Too much simple' হওয়ার জন্যই নাকি ইণ্টারভিউ বোর্ড মুন্সেফ গিরির জন্য তাঁকে অযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য যে, সেই *'Too smuch simple* লোকটাই আমেরিকার *Too smart and sceptic* লোকদেরকেই ধরে ধরে নিজের দলে ভিড়াচ্ছিলেন। তবে এই কাজটা তাঁর আইনে (*Law*) ফাস্ট ক্লাশ ফাস্ট' হওয়ার দরুণ

সম্ভব হয়নি। সে আর এক যোগ্যতা। এবং এই যোগ্যতাকে একবার আহরণ করবার কৌতুহল ও আকাংখাই তাঁকে দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইবার ফার্স্ট' ক্লাশ দিয়েছিল।

"আমি তখন মুসলিম হলের ছাত্র। ল' (*Law*) তে ভর্তি হয়েছি। ল' এর ছাত্ররা কি পরিমাণ লেখা পড়া করে তা' আপনারা সবাই বুঝেন। আমারও অবস্থা তার ব্যতিক্রম ছিল না। পাঠ্য পুস্তকের চেয়ে *Reading Room* এর পত্র পত্রিকা নিয়েই সময় কাটাতাম বেশী। *Reading Room* এ নানা ধরণের পত্র পত্রিকা থাকতো। আহমদীয়াতের কোনো কোনো পত্রিকা পুস্তিকাও থাকতো। সেগুলোও আর দশটা কাগজের মতই পড়তাম আমি। অনেক কথার মধ্যে একটা কথা আমার মনে বেশ আবেদন সৃষ্টি করলো। মির্জা সাহেব মসীহ্ মাউদ (আঃ) দাবী করেছেন, খোদা কথা বলেন, প্রার্থণা কবুল করেন। খোদা সর্ব শক্তিমান সর্বজ্ঞ। আমার মনে কৌতুহলের সৃষ্টি হলো। তাই যদি হয়, তা'হলে আমি আর লেখা পড়া করবো না; দেখি খোদা আমাকে পাশ করান কী করে।

"বাস্তবিক বলতে কি, আমার অন্য সব সহ পাঠিরা যখন বসে বসে লেখা পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকেন; তখন আমি হলের মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ি আর দোয়া করি: হে খোদা! তুমি যদি সত্য হও, মির্জা সাহেবের দাবী যদি সত্য হয়; তবে তুমি আমাকে জ্ঞান দান করো—তোমার সর্বজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ দাও, মির্জা সাহেবের দাবী সত্য কি না, তার প্রমাণ দাও। দিনের পর দিন এইভাবে নামাজ পড়তে থাকলাম এবং দোয়া করতে থাকলাম। পরীক্ষা এলো। মনে যা এলো দিয়ে এলাম খাতায়। যথা সময়ে ফল বেরুলো। পাঁচ জন প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। তাদের মধ্যে দেখলাম আমারও নাম। অবাক হলাম। আশ্চর্য হলাম। .....

"কিন্তু বয়াত করলাম না। যদিও উচিত ছিল, কিন্তু করলাম না। সংশয়ের সৃষ্টি হলো মনে। একি দোয়ারই ফল? একি মির্জা সাহেবের সত্যতার প্রমাণ? না আমার জানা সোনার ফল? হয়তবা কিছুটা অহমিকারও সৃষ্টি হয়েছিলো মনে। ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম। .....

আমার মনস্থির করলাম। আবারও দোয়ায় রত হলাম। দেখি ফাইনাল পর্বে কি হয়। লেখা পড়া বাদ তো দিলামই। শুধু পার্সেন্টেজ (উপস্থিতির) ঠিক রাখার জন্য যে ক্লাশে যেতাম তাও কমিয়ে ফেললাম। প্রস্তুতিরও ব্যবস্থা হলো কিছুটা। দিন কাটতে লাগলো। পরিশেষে পরীক্ষা এলো। আমার জন্য পরীক্ষার পরীক্ষা। দিলাম পরীক্ষা। সময় মত রেজাল্ট বেরুলো। দেখলাম এবারে একজন মাত্র ছাত্রই প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। এবং, বলা বাহুল্য, সেটি আমিই। আমার মনে হলো ঘটনাটা যে *accidental* কিছু নয়; *Co-incidental* ও নয়; পক্ষান্তরে এ যে দোয়ার ফল, এ যে মসীহ (আঃ)এর সত্যতার প্রমাণ—যে কথাটাই প্রতিষ্ঠিত করার জন্য খোদাতা'য়ালা যেন দেখিয়ে দিলেন যে, 'দেখ, আবদুর রহমান, প্রথম শ্রেণী পাওয়ার যোগ্যতা আরও অনেকের ছিল, কিন্তু তোমার সন্দেহ নিরসনের জন্য শুধু তোমাকেই দেওয়া হলো।' মনে হলো, আমার অর্বাচীনতার জন্যই আমার বন্ধুদেরকে বঞ্চিত রাখলেন খোদাতায়ালা। মনটা বড্ড ভারী হয়ে উঠেছিল।" বছর দু'য়েক আগে তিনি যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন ঢাকা দারুৎ তবলীগে বসে তার মুখেই শুনেছিলাম কথা গুলো, তাঁর স্বচ্ছন্দ, মোলায়েম উচ্চারণে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরে কিছুদিন ওকালতি করার পর তিনি চলে যান কাদিয়ান শরীফে। সেখানে গিয়ে হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক স্থাপিত তালীমুল ইসলাম হাই স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর আদেশে বি টি. ও পাশ করেন। সুদীর্ঘকালীন কৃতিত্বপূর্ণ শিক্ষকতা হতে অবসর প্রাপ্তির পরে পরেই তাঁকে মিশনারী হিসাবে পাঠানো হয় আমেরিকায়। সেখানে শেষদিন পর্যন্ত মিশনারী-ইন চার্জের কাজ করে গেলেন তিনি। আমেরিকার ডেইটন, অহিও থেকে প্রকাশিত 'দি মুশলিম সান রাইজ' পত্রিকাটির সম্পাদনাও করতেন তিনি। এই পত্রিকাটি আমেরিকার বহুল পঠিত ম্যাগজিনগুলোর প্রথম সারিতে স্থান লাভ করে আছে। কিছুদিন পূর্বে তিনি যখন রবওয়া শরীফে ফিরে এসেছিলেন তখন সেখানকার 'রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স' পত্রিকাটিরও আংশিক সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এছাড়া, বহু লিখেছেন তিনি, অসংখ্য অনুবাদ করেছেন। সাধারণতঃ একবার কাউকে মিশনারীর কাজ থেকে ফিরিয়ে আনলে পুনরায় তাঁকে সেখানেই পাঠানো হয় না। কিন্তু খাঁ সাহেবের বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। হুজুর (আইঃ) আবার তাঁকে পাঠিয়েছিলেন ওয়াশিংটনে। "খাঁ' সা'বের বেটা! আজ বৃদ্ধ বয়সে ভাবছি, জীবনে আবদুর রহমান জিতলো না আমি। এক সঙ্গে 'ল' পাশ করেছি। একই সঙ্গে ওকালতি শুরু করেছিলাম। ও চলে গেল জিন্দেগী ওয়াক্‌ফ করে আর আমি থেকে গেলাম আইন নিয়ে।"—কথাগুলো বলছিলেন বেশ কিছুদিন আগে শ্রদ্ধেয় এডভোকেট জনাব গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব। তাঁর কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা বেদনা—একটা আফছুছের স্পর্শ পেয়েছিলাম। হয়তো তিনি বলতে চেয়েছিলেন—হায়রে আমিও যদি যেতাম—আবদুর রহমানের মত—যদি নিজেকে সোপর্দ করতাম খোদার খলীফার কাছে। তিনি আরও বলেছিলেন—"আমারও বড় ছেলেটা আছে Foreing Service-এ। তাঁর বড় ছেলেটিও আছে বিদেসে—হলাণ্ডে মিশনারী হিসাবে। জামাত বেতনও দিচ্ছে কম নয়। তাই ভাবছি, খাঁ' সা'বের বেটা, বাহে! আবদুর রহমান দ্বীন দুনিয়া দুই-ই পেল। তার অন্য ছেলেমেয়েগুলোও ধর্মের মধ্যেই আছে।" সেদিন এই কথাগুলোর কি জবাব দিয়েছিলাম মনে নেই। কিন্তু আজ একথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি—'হাঁ, খালুজি আপনি ঠিকই বলেছেন। খোদা খান সাহেবকে দ্বীন ও দুনিয়া দুই-ই এনায়েত করেছেন। খোদা তাঁর মর্যাদাকে আরও উত্তরোত্তর উন্নত করুন।"

বলতে পারি না বাংলার ইতিহাস আবদুর রহমান খাঁ বাঙ্গালীর কতখানি কদর করতে পারবে। তবে একথা বলতে পারি যে আগামী শতকের শেষপাদে যে নক্ষত্রের আলোকে আমেরিকার ইতিহাসের অন্ধকার কেটে যাবে, তা আহমদীয়াতের আসমানের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হযরত আবদুর রহমান খান রহমতুল্লা আলাইহে।

★

ছোটদের মাহফিল

হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রাজিঃ)-এর আমেরিকা প্রবেশের কাহিনী

ইংলণ্ডে ইসলামের তবলীগের কর্তব্য সম্পাদন করার পর হযরত মুফতি সাহেব আমেরিকার দিকে রওয়ানা হইলেন।

জাহাজ হইতে অবতরণের পর এমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট অফিসারদের পাল্লায় পড়িতে হইল।

অফিসার প্রশ্ন করিলেন ঃ

আপনার নাম ?

ছাদেক (রাজিঃ) ঃ আমার নাম মোঃ ছাদেক; আমি মুসলমান এবং ভারতের অধিবাসী।

অফিসার ঃ আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন ?

ছাদেক (রাঃ) ঃ আমি প্রথম ভারত হইতে ইংলণ্ড ও ইংলণ্ড হইতে এখানে আসিয়াছি।

অফিসার ঃ আপনি এখানে কেন আসিয়াছেন ?

ছাদেক (রাঃ) ঃ ইসলাম প্রচার করিতে আসিয়াছি।

অফিসার ঃ আপনি কোন ঐশ্বরিক গ্রন্থের অনুসরণ করেন ?

ছাদেক (রাঃ) ঃ কোরাণ শরীফ—হযরত মোঃ (সাঃ)-এর উপর যে গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে।

অফিসার ঃ এর মধ্যে তো চারি বিবাহ করার আদেশ আছে।

ছাদেক (রাঃ) ঃ আদেশ নয়, বৈধ রাখা হইয়াছে।

অফিসার ঃ তা'হলে তো আপনি আমাদের দেশেও চারি বিবাহ করার শিক্ষাই প্রচার করিবেন।

ছাদেক (রাঃ)—শিক্ষা দিবার জন্য আরও অনেক বিষয় আছে যাহা চারি বিবাহ করার চাইতেও প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন এক ও অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করা, কাহাকেও তাহার শরীক না করা। কাহাকেও তাহার পুত্র মনে না করা। মানুষকে খোদার সঙ্গে তুলনা না করা। আমাদের ধর্মে এক বিবাহ করিয়াও সাচ্চা এবং পাক্কা মুসলমান থাকিতে পারে যেমন চারি বিবাহ করিলেও পারে। আমাদের ধর্মে এমন আদেশ কোথাও দেয় নাই যে চারি বিবাহ করিতেই হইবে। প্রয়োজন বশত বৈধ রাখা হইয়াছে। হাঁ, যদি তুমি ন্যায় এবং সাম্য বজায় রাখিতে পার তবে প্রয়োজন বশত চার বিবাহ করিতে পার। চারি বিবাহের মছলা এমন কোন মছলাই নয়, যার উপর ইসলামের ভিত্তি, এবং যা না করিলে মুসলমান হওয়া যায় না। সমস্ত ইসলামি জগতে লক্ষ্য লক্ষ্য লোক এমন আছেন যাঁহারা এক বিবাহ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। দুই বিবাহ করার লোক তাদের চাইতে কম এবং তিন চারি বিবাহ করার লোক তো খুবই কম। যদি এই আদেশ অবশ্য পালনীয় হইত তাহা হইলে তো সকল মুসলমানকেই চারি বিবাহ করিতে হইত, অথচ অবস্থা তার বিপরীত।

অফিসার ঃ যাহাই হউক আমরা আপনাকে আমাদের দেশের মধ্যে থাকিবার ও ইসলাম প্রচার করিবার সুযোগ দিতে পারি না, আপনি ফিরিয়া চলিয়া যান।

ছাদেক (রাঃ) ঃ ইহা কখনোই হইতে পারে না। আমি ফিরিয়া যাইবো না। আমাকে আমেরিকায় ইসলাম প্রচার করিতে ও লোকদিগকে ইসলামী শিক্ষায় দীক্ষিত করিতে হইবে। এই মহান কর্তব্য ফেলিয়া আমি কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইব!

অফিসার ঃ আপনি যদি ফিরিয়া যাইতে না চান, তবে আপনাকে নজর বন্দী থাকিতে হইবে। আমরা আপনার সম্বন্ধে উপর ওয়ালাদের নিকট রিপোর্ট করিব। তাহারা যে সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাই আমরা পালন করিব।

ছাদেক (রাঃ) ঃ আমি বন্দীত্ব বরণ করিতে প্রস্তুত তবুও ফিরিয়া যাইব না।

এই সমস্ত আলোচনার পর হজরত মুফ্‌তি সাহেবকে এমন একটি গৃহে অন্তরীণ রাখা হইল যাহা হইতে বাহিরে যাওয়ার আদেশ ছিল না। এই গৃহের দ্বার দিনে দুইবার খাওয়ার সময় খুলিতো। এই গৃহে কিছু ইউয়োরপীয়ানও বন্দী ছিলেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল যুবক। পাসপোর্ট না থাকায় ইহাদের নজরবন্দী রাখা হইয়াছিল। তাহারা হজরত মুফ্‌তি সাহেবকে খুব সম্মন করিত এবং তাঁর প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিত। তাঁর নামাজ পড়ার জায়গাও তাহারা ঠিক করিয়া দিত এবং তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকিতে খুব আগ্রহ বোধ করিতো। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া মুফ্‌তি সাহেব তাহাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহার ফল আল্লার রহমতে খুবই ভাল হইল। একজন দুইজন করিয়া ক্রমে পনেরজন মুসলমান হইয়া গেলেন। এই ব্যাপার যখন অফিসারের কানে পৌঁছিল, তখন সে খুবই ব্যাতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে চিন্তা করিল এ তো বড় সাংঘাতিক লোক। এইভাবে তো সে সমস্ত বন্দীদেরকেই মুসলমান করিয়া ফেলিবে আর এই ব্যাপার যদি কোনক্রমে শহরের পাদ্রীদের কানে যায়, তাহ হইলে তাহারা ভীষণ খেপিয়া সমস্ত শহরের জন-সাধারণকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিবে। সে ভাবিল এখন এই ব্যক্তিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাইতে দেওয়ার মাঝেই মঙ্গল, নতুবা দুর্ণাম ও ক্ষতিগ্রস্ত দুইটাই হইব। সুতরাং সে উপর ওয়ালাদের নিকট টেলিগ্রাম করিল যে ভারত হইতে আগত ব্যক্তিকে যত শীঘ্র সম্ভব আমেরিকায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হউক। সুতরং আল্লার ফজলে উর্দ্ধতন কর্ম চারীগণ এই সিদ্ধান্তই করিলেন যে, মিঃ ছাদেকের (রঃ) আমেরিকায় প্রবেশে কোন বাধা নাই। তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক।

অফিসারটি আদেশ পাওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিল।

আল্লাহ্‌তাআলার শক্তি ও উপকরণ আশ্চর্যই হইয়া থাকে।

[হযরত মুফ্‌তি মোহাম্মদ সাদেক (রাজিঃ)-এর প্রণীত "লাতায়েফে সাদেক" হইতে সংকলিত ও অনুদিত]।

—মিসেস সাদেকা হক

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran. with English Translation		Rs. 20·00
Our Teachings –	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
কিসতিয়ে নূহ ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)	Rs. 1·25
Islam and Communism	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 0·62
আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 1·00
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
তফসীরে সাগীর ঃ মির্যা বশিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ		Rs, 23·75
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পত্র পত্রিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা- ১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, Bangladesh Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca - 1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.